|  |
| --- |
| "রূপনারাণের কূলে জেগে উঠিলাম।  জানিলাম এ জগৎ স্বপ্ন নয়।  সত্য যে কঠিন,  কঠিনেরে ভালোবাসিলাম,  সে কখনো করে না বঞ্চনা।" |
| (ক) আমার পথ' প্রবন্ধটি কোন প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে? |
| (খ) "আমি সে দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।” ব্যাখ্যা কর। |
| (গ) উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বিষয়টির মিল আছে, তা আলোচনা কর। |
| (ঘ) উদ্দীপকের কবিতাংশে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণভাব ফুটে উঠেছে কি? তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দেখাও। |
| Medium |
|  |
| Academic |
| ক) 'আমার পথ' প্রবন্ধটি 'রুদ্র-মঙ্গল' নামক প্রবন্ধগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।  নম্বর বণ্টন: 'রুদ্র-মঙ্গল'- ১ |
| খ) আমি সে দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলতে প্রাবন্ধিক সত্য- মিথ্যের বিভেদ করে নিজের সত্যকে চিনতে পারার শক্তি প্রকাশ করেছেন।  প্রাবন্ধিক কখনো কারো বাণীকে বেদবাক্য হিসেবে মেনে নেন না। প্রমাণ ছাড়া তিনি কখনো কারো কথা বিশ্বাস করেন না। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলবার সাহস তাঁর আছে কারণ তিনি আত্মনির্ভর, নিজেকে চিনেন এবং পরাবলম্বনকে প্রশ্রয় দেন না। তিনি এই দাসত্ব থেকে মুক্ত।  নম্বর বণ্টন:  লেখক কোন দাসত্ব থেকে মুক্ত লেখার জন্য-১  কিভাবে? সেটি ব্যাখ্যার জন্য-১ |
| (গ) উদ্দীপকের সাথে 'আমার পথ' প্রবন্ধের যে বিষয়টির মিল আছে তা হলো সত্যকে নিজের মধ্যে ধারণ করার গুরুত্ব।  'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক সত্য পথের জয়গান করেছেন। যে মানুষটির মূল শক্তি সত্য, সে কখনো ভুল পথে যেতে পারে না। সত্যের দ্বারা চালিত ব্যক্তির মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস থাকে। প্রাবন্ধিকের মতে, যদি কেউ নিজের সত্যকে চিনতে পারে, অন্তরে মিথ্যার ভয় না থাকে তাহলে বাইরের কোনো ভয়ই কোনো কিছু করতে পারবে না। সত্যপথের পথিক হলে, মিথ্যার কাছে মাথা নত না করলে মানুষ প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ হয়। তারা অসাধ্য সাধন করতে পারে।  উদ্দীপকের কবিতাংশে কবি বোঝাতে চেয়েছেন সত্যে আমাদেরকে দৃঢ় এবং সাহসী করে তোলে। সত্য কখনোই প্রতারণা করে না, বরং এটি আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব আত্মিক বিকাশের দিকে নিয়ে যায়। যা 'আমার পথ' প্রবন্ধের সত্যকে নিজের মধ্যে ধারণের গুরুত্বের বিষয়টির সাথে সম্পর্কিত।  নম্বর বণ্টন:  সত্যকে নিজের মাঝে ধারণ করা-১  লেখক প্রবন্ধে সত্যের ব্যাপারে কি বলেছেন তা লেখার জন্য-১  উদ্দীপক ব্যাখ্যার জন্য-১ |
| (ঘ) 'আমার পথ' প্রবন্ধে নিজের মধ্যে সত্যকে ধারণ করার বিষয়টি ছাড়া আরও বিষয়াদি থাকায় বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ দিক নয় বরং আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে।  উদ্দীপকে শুধু 'সত্যকে ধারণের' গুরুত্বের প্রকাশ ঘটলেও 'আমার পথ' প্রবন্ধে লেখক আমাদেরকে নিজের 'আমি' সত্তাকে বিকশিত করতে বলেছেন। পরনির্ভরশীলতা পরিহার করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের ওপর জোর দিতে বলেছেন।  তিনি তাঁর চিন্তা শুধু এই সত্যকে ধারণ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। ধর্ম, বর্ণ, মত, পথের পার্থক্য ভুলে তিনি সকল মানুষের মাঝে সহনশীলতা ও সম্প্রীতির এক বন্ধন তৈরি করতে চেয়েছেন। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করার মাধ্যমে তিনি একটি উৎকৃষ্ট সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। সবকিছুর ওপরে তিনি মনুষ্য-ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন।  কিন্তু উদ্দীপকে আমরা এ বিষয়গুলোর উপস্থিতি দেখতে পাই না। এখানে কবি শুধু সত্যকে নিয়ে তাঁর ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সমগ্র মানবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার যে প্রচেষ্টা আমরা প্রবন্ধে লক্ষ করি তা উদ্দীপকে অনুপস্থিত। একারণে বলা যায়, উদ্দীপকটিতে 'আমার পথ' প্রবন্ধের আংশিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে।  নম্বর বণ্টন:  'সম্পূর্ণ নয় আংশিক দিক' এটার জন্য -১  কিভাবে আংশিক তা ব্যাখ্যার জন্য-১  প্রবন্ধ অনুসারে বাকি দিকগুলো উল্লেখ করার জন্য-১  উদ্দীপক ব্যাখ্যার জন্য-১ |